দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 10 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

লাঞ্ছনার শিকার সেই প্রধান শিক্ষক বাসায় ফিরেছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগঞ্জ, ৯ জুন ॥ বন্দরের এমপি সেলিম ওসমানের হাতে লাঞ্ছনার শিকার প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত ২০ দিন পর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) চিকিৎসা শেষে বৃহস্পতিবার বিকেলে নিজ বাসায় ফিরেছেন। বিকেল সাড়ে ৫টায় ঢামেক হাসাপাতাল থেকে পুলিশ প্রহরায় শ্যামল কান্তি ভক্তকে নারায়ণগঞ্জ

(১৫ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

লাঞ্ছনার শিকার

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে আসা হয় বলে জানান পুলিশ। গত ১৩ মে নারায়ণগঞ্জের বন্দরের পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে ইসলাম ধর্মের কটূক্তির অভিযোগ এনে জনতা গণপিটুনি দেয়। পরে নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের জাতীয় পার্টি দলীয় সংসদ সদস্য এ কে এম সেলিম ওসমান জনতার সামনে ওই শিক্ষককে কান ধরে উঠবসও করান এবং হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন। পরে শ্যামল কান্তি ভক্তকে চিকিৎসার জন্য নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ২০ মে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এতদিন তিনি ঢামেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

শ্যামল কান্তি ভক্তের স্ত্রী সবিতা হালদার বলেন, বিকেলে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছেছি। পুলিশ পাহারা দিয়ে আমাদের পৌঁছে দেয়া হয়েছে। পুলিশ প্রহরায় শ্যামল কান্তি বাসায় পৌঁছে দিলেও তার বাসায় পুলিশ প্রহরা রাখা হয়নি। এমন অবস্থায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন কিনা জানতে চাইলে শ্যামল কান্তি ভক্তের স্ত্রী বলেন, ডিসি সাহেব বলছেন তিনি নিরাপত্তার বিষয়টি দেখবেন।

৪ আগস্ট পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট দেয়ার নির্দেশ । স্টাফ রিপোর্টার জানান, শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে লাঞ্ছনার ঘটনায় করা সাধারণ ডায়েরির (জিডি) ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদন আগামী ৪ আগস্ট আদালতে দাখিল করতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার ও বন্দর থানার ওসিকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বিচারপতি মঈনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি ইকবাল কবির সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন। পাশাপাশি এ বিষয়ে ৭ আগস্ট পরবর্তী আদেশের জন্য দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।